রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাঁচাও • ভারত বাঁচাও

দেশ আজ অর্থনৈতিক সঙ্কটে। চারিদিকে বিশাল বেকারত্ব। সরকার অর্থ ব্যয় করতে চায় না বলে গ্রামীণ পরিকাঠামোগত উন্নতি হচ্ছে না। সরকার চায় রাস্তা, বন্দর নির্মাণে এমন মেগা প্রকল্প যেখানে বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্পোরেটদের ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং, পাব্লিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং পাবলিক ফিনান্স বাবদ সরকারি ভরতুকি সরবরাহ করা যায়। এই ক্রিয়াকৌশল অর্থনীতিকে মোটেই সহায়তা করছে না।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রই বিনিয়োগ করতে পারে, কর্মসংস্থান করতে পারে, কম দামে পরিকাঠামো সরবরাহ করতে পারে এবং চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। অথচ তাকেই ধাপে ধাপে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র অদক্ষ। তাই কী? কয়েকটি উদাহরণ দেখুন।

- এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মধ্যেই আছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে নামক সংস্থা যা প্রতিদিন ২০০০০ ট্রেন চালিয়ে নিত্য ৮.২৬ কোটিরও বেশি মানুষজনকে বিশ্বের সর্বনিম্ন হারে গণপরিবহণের সুবিধা দিচ্ছে।
- এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মধ্যেই আছে পোস্ট অফিসগুলি যা সস্তাতম হারে গ্রামীণ অঞ্চলের এমন প্রত্যন্ততম প্রান্তে চিঠিপত্র এবং মানি অর্ডার সরবরাহ করে যেখানে সহজে পৌঁছানোই যায় না।
- এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মধ্যেই আছে ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনগুলি যারা সারা দেশ জুড়ে সুলভতম হারে বাস চালায়।
- এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মধ্যেই আছে ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডগুলি যা বাড়ি বাড়ি সস্তাতম বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।
- এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মধ্যেই আছে বিএসএনএল এবং এমটিএনএল, যা সরকারের কুনীতিতে হাঁসফাঁস দশায় থেকেও দেশে সবচেয়ে কম দামে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে।
- এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মধ্যেই আছে তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলি যা এমনকী প্রত্যন্ত এলাকায় সস্তা দরে পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাস সরবরাহ করে।

- এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মধ্যেই আছে ব্যাঙ্কগুলি যা প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সমগ্র দেশে কৃষিক্ষেত্র, শিক্ষা, আবাসন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ও ক্ষুদ্রতম শিল্পের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহ করে।

কিন্তু ১৯৯০-র দশকের পর থেকে ক্ষমতাসীন সরকারগুলি মুক্ত বাজার অর্থনীতি তত্ত্ব অনুসরণ করে বেসরকারিকরণের পথে চলেছে যা একটি ব্যর্থ ধারণা। যে সরকার প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ কালো টাকা জমা দেওয়ার মতো প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল এবং বলেছিল বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, কৃষকদের আয়ের দ্বিগুণ করবে তারাই বেসরকারিকরণ নীতিকে ত্বরান্বিত করছে যা বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের অন্যতম কারণ।

আসুন কয়েকটি উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দিই :

- এই পার্টিই (এনডিএ ১) ক্ষমতায় থাকাকালীন বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড বিক্রি করেছিল যা টাটা টেলিকমিউনিকেশনকে এতটাই কম মূল্যে ইন্টারনেট সেবা সরবরাহ করে যা টাটারা কয়েকটি অ্যাসেট (বিল্ডিং) বিক্রি করে পুনরুদ্ধার করতে পারে। এখন টাটা টেলিকমিউনিকেশন গুটিয়ে গেছে।
- এই ক্ষমতাসীন পার্টিই ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড-কে রিলায়েন্স-এর কাছে বিক্রি করেছিল এবং রিলায়েন্স-কে পেট্রোকেমিকালস শিল্পে একচেটিয়া করে তুলেছিল।
- এই ক্ষমতাসীন পার্টিই রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলিকে রিলায়েন্স এবং আদানি গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে বাধ্য করেছে।
- ক্ষমতাসীন এই পার্টিই স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকে রিলায়েন্স জিও পেমেন্ট ব্যাঙ্কের জুনিয়র পার্টনার হতে বাধ্য করেছে।
- ক্ষমতাসীন এই পার্টিই বিএসএনএল, এমটিএনএল, হ্যাল (HAL), বিদ্যুৎ ক্ষেত্র, ইস্পাত ক্ষেত্রকে ধ্বংস করছে এবং তাদের আম্বানি, আদানি এবং আগরওয়ালদের (বেদান্ত) হাতে তুলে দিয়েছে কারণ এই মহাপ্রভুরাই ওদের নির্বাচনী তহবিলের সবচেয়ে বড় দেনেওয়ালা ছিল।

সুতরাং, আসুন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অতীত এবং বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা যাক :

কীভাবে সরকারি ক্ষেত্র শুরু হয়েছিল?

এই দেশে পাবলিক সেক্টরের জন্ম হয়েছিল এইসব বড় বড় ভারতীয় শিল্পপতিদের নির্দেশে যারা বিখ্যাত বোম্বে প্ল্যানে (জানুয়ারি ১৯৪৪) সুপারিশ করেছিল যে সরকারের সেইসব পরিকাঠামো তৈরিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেখানে বিনিয়োগ ফেরত পাওয়ার গতি মন্থর। এভাবেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্ম হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই ক্ষেত্র নিজেকে দেশের বিকাশের চালিকাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং

এই কারণেই আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই ক্ষেত্রকে 'ভারতের মন্দির' হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।

ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের মতো এমন কিছু কিছু বেসরকারি শিল্প যা রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছিল সেগুলিকেও সংরক্ষণের জন্য সরকার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করে নিয়েছিল।

মজার বিষয় হলো বেসরকারি ক্ষেত্র এখন পাবলিক সেক্টরকে তাদের শেয়ার হোল্ডিং বেচে দিতে বলছে যার ফলে তারা এই বিশাল প্রতিষ্ঠানগুলির ছয় দশকের বেশি সময় ধরে জমে থাকা সম্পদ দখল করতে পারবে। পাবলিক সেক্টর দেশের প্রধান কর্মসংস্থান সরবরাহকারী হিসাবে তার ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে এবং বিভিন্ন শিল্প জুড়ে ১৯.৫ মিলিয়নের বেশি মানুষকে নিযুক্ত করে। মূল পরিকাঠামো-সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে যেমন বিদ্যুৎ, ইস্পাত, কয়লা, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, রেলপথ প্রভৃতি সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা, টেলি যোগাযোগ, ফার্মাসিউটিক্যালস, এয়ারলাইনস এবং অনেকগুলি পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে।

এই বছরগুলিতে বিনিয়োগ চারগুণ হয়েছে এবং প্রচুর আয় এসেছে। সরকারি কোষাগারে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি প্রদত্ত গড় লভ্যাংশ বছরে ৪৫,০০০ কোটি ছাড়িয়েছে। তাছাড়া উল্লেখ্য, লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান দেওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র অনেকগুলি খাতে পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং এইভাবে আমাদের জাতির অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে।

রাষ্ট্রায়ত্ত চালু লাভজনক ইউনিটগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা এবং মুনাফাভিত্তিক ক্ষেত্র থেকে সরে আসার জন্য বেসরকারি ক্ষেত্র কেন দাবি করছে তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া বাহুল্য। বিশ্বজুড়ে চিরন্তন মুনাফালোভী বহুজাতিক সংস্থাগুলি একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে আমাদের দেশে পা রাখার জন্যে। কারণ ভারতের আছে বিশাল প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনবল, তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় তরুণ জনসংখ্যা এবং বৃহত্তম মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এখনও অবধি, পাবলিক সেক্টর তার জনস্বার্থবাহী নীতির কারণে মানুষজনকে সুলভে পণ্য এবং পরিষেবাগুলি প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় রেল যাত্রীভাড়াতে ভরতুকি দেয়, টেলিকম পরিষেবা প্রত্যন্ত গ্রামবাসীকে শেষ মাইল সংযোগ দেয়, গৃহস্থালিকে ভরতুকিযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, ডাক ব্যবস্থা সর্বনিম্ন হারে পরিষেবা দেয় এবং পাবলিক সেক্টর ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প সাশ্রয়ী মূল্যে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ সরবরাহ করে; বেসরকারিকরণের অনুমতি দেওয়া হলে পুরো পরিস্থিতি বদলে যাবে এবং সমস্ত পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্মূল্য হয়ে উঠবে; প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি বেসরকারি মালিকানায় গেলে দেশের সুরক্ষা বিপন্ন হবে।

সরকারি ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো কিছু ব্যক্তিমালিকানাধীন

এবং বহুজাতিক সংস্থাকে এই সব মুনাফা অর্জনকারী উদ্যোগগুলিকে গিলে খেতে এবং এই সব শিল্প বা পরিষেবা ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করা— যা সাধারণ মানুষকে সমস্ত ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী মূল্যের পরিষেবা বা পণ্য পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে। সুতরাং, ভারতের প্রতিটি সচেতন ও শুভচিন্তক নাগরিকের অবধারিত দায়িত্ব এই রাজনীতিবিদদের ও সরকারের কু-পরিকল্পনা বন্ধ করার আন্দোলনে যোগ দেওয়া এবং আওয়াজ তোলা 'রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বাঁচাও'।

আসুন এক ঝলকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কয়েকটি সংস্থার হাল হকিকত দেখে রাখি :

ভারতীয় ডাক বিভাগ
দেশময় সর্বত্র বিরাজমান চিহ্ন

প্রত্যন্ত ও ক্ষুদ্রতম গ্রাম সহ এ দেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে দৃশ্যমান একমাত্র সাধারণ চিহ্ন হলো ভারতীয় ডাক বা ইন্ডিয়া পোস্ট। এই সংস্থা কেবল ডাক বহন এবং বিতরণ করে না তারা আমানত সংগ্রহের মতো বিবিধ কাজ সম্পাদন করে, জীবন বিমা প্রদানকারী হিসাবে কাজ করে। এককথায় বলতে গেলে ভারতীয় ডাক ৩৮টি অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহ করে যার মধ্যে রয়েছে সংযোগ পরিষেবা (চিঠিপত্র, পোস্ট কার্ড ইত্যাদি), পরিবহণ পরিষেবা (পার্সেলস), আর্থিক পরিষেবাগুলি (সেভিংস ব্যাঙ্ক, মানি অর্ডার, পোস্টাল লাইফ ইন্সুরেন্স) এবং প্রিমিয়াম মূল্যযুক্ত পরিষেবা (স্পিড পোস্ট, বিজনেস পোস্ট)।

ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, এটি এখন বিশ্বজুড়ে নির্ভরযোগ্য পরিষেবার জন্য বিখ্যাত। বেসরকারি কুরিয়ার সংস্থার হানাদারি সত্ত্বেও, এটি কঠিন সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তার দক্ষতা প্রমাণ করেছে।

ভারতীয় ডাক বিভাগের কিছু মূল বৈশিষ্ট্য এবং সাফল্যগুলি হলো :

নগর পোস্ট অফিস	গ্রামীণ ডাকঘর	গ্রামীণ ডাক সেবক পোস্ট অফিস	বিভাগীয় কর্মচারী	গ্রামীণ ডাক সেবক
১৫,৬৪৯	১,৩৯,৮৮২	১,২৯,৯৭৫	১,৮১,৪৭৭	২,৩৭,৩৪১

২০১৭-১৮ সালে ব্যাঙ্কে সেভিংস স্কিমগুলির প্রোফাইল

স্কিমের নাম	অ্যাকাউন্টের সংখ্যা	বকেয়া ব্যালান্সের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
সেভিংস অ্যাকাউন্ট	১৯৯৪৫১৭৮৯	৮৬৩০৪.৯৮
রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট	১২১৪০৩৩৫৪	৯২৩২২.৯৭
টিডি অ্যাকাউন্টস	১৮৭৪২৮৮১	৯৯২৮৯.০৭
এমআইএস অ্যাকাউন্ট	১৫৩৭৬২১৮	১৮১৬৮৮.০৬

এনএসএস অ্যাকাউন্ট (৮৭এ ৯২)	২৭২৮৬৭	৩০৯৮.৭৪
পিপিএফ অ্যাকাউন্ট	২৫৩০৩০১	৬৯৯৮৫.৬০
প্রবীণ নাগরিক সেভিংস প্রকল্প	১৪২০১৪৩	৪১৭১৭.৬৯
সংক্ষিপ্ত সময় ডিপোজিট	২০২০৩৪	- ৩৮.৩৮
ফিক্সড ডিপোজিট	৪০২	১৯.৭৬
এমজিএনআরইজিএ (মনরেগা)		
এমএসওয়াই অ্যাকাউন্ট	১৪১২৯৫	১.৫১
সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট	১১৬৯৮৯৪৫	২২৯০৪.৮৪
মোট (১ থেকে ১১)	৩৭১২৪০২২৯	৫৯৭২৯৪.৮৪
এনএসসি অষ্টম		৮৭১৬৫.৫৭
কেভিপি		৩৭৯৮৩.২৯
মোট (১৪+১৫)		১২৫১৪৮.৮৬
সর্বমোট (১৩+১৬)		৭২২৪৪৩.৭০

বেসরকারিকরণ করা হলে ডাক বিভাগের অমূল্য অবদান এবং দরিদ্রদের জন্য তাদের সেবার ক্ষতি হবে। এই সরকার অনেক পরিষেবা আউটসোর্স করার প্রস্তাব করেছে এবং ডাক ব্যাঙ্ক পরিষেবা শুরু করেছে। এটি ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক হয়ে উঠতে পারতো যদি বাস্তব প্রচেষ্টা নেওয়া হতো। এখন তারা এটিকে ছোট ব্যাঙ্কে রূপান্তর করতে এবং এটিকে বেসরকারি করতে চায়।

ভারতীয় রেল

আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট

করদাতাদের অর্থ থেকে প্রাপ্ত কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগের পাশাপাশি ভারতীয় রেলের বিপুল বিস্তৃত সম্পদ এবং বিশাল পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে অবাধ মুনাফার হাতছানির কারণে প্রাইভেট সেক্টরের কাছে এই সংস্থাটির আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। যদিও সরকার রেলের বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া চালু করেছিল কিন্তু এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত এবং এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিরোধ সরকারকে খানিকটা দমিয়ে দিচ্ছে।

দেশের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বরাবর কু ঝিক ঝিকে অর্জিত সম্পদের খতিয়ান : মার্চ ২০১৭

সমস্ত দেশ জুড়ে অধিকৃত জমি	১১.৪২ লক্ষ একর
ওয়াগন, কোচ ও লোকোমোটিভ	২,৭৭,৯৮৭ মালবাহী ওয়াগন
	৭০,৯৩৭ যাত্রী কোচ
	১১,৪৫২ ইঞ্জিন

রেল দ্বারা দৈনিক বাহিত যাত্রীসংখ্যা	৮.২৬ বিলিয়ন
রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য	৬৭.৬৮৭ কিলোমিটার
মোট রেল কর্মচারী	১৩,০৮,০০০-এরও বেশি
২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে রেলের মোট আয়	১,৮৭,৪০০ কোটি টাকা
নেটওয়ার্কে সংযুক্ত অন্যান্য দেশ	নেপাল, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ
দৈনিক যাত্রীবাহী ট্রেন সংখ্যা	২০,০০০

উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে রেল যাতায়াত বিমান ভ্রমণের চেয়ে ব্যয়বহুল। ভারতীয় রেল যাত্রীদের যাতায়াতে সরকারি ভরতুকির কারণে মূলত কম দামে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য পরিষেবা সরবরাহ করে। বেসরকারিকরণ সাধারণ মানুষের ভ্রমণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এই মাধ্যমটির মৃত্যুঘণ্টা বাজাবে সরকার। কর্মীদের সংখ্যা প্রতি বছর হ্রাস করা হচ্ছে। অনেকগুলি পরিষেবা বেসরকারি হাতে ছেড়ে দিয়ে আউটসোর্স করা হচ্ছে। এখন, রেল স্টেশনগুলি বেসরকারিকরণের এবং কোচ এবং ওয়াগনগুলি আমদানির পদক্ষেপ চালু হওয়ার দিকে। মার্কিন কনসালটেন্সি সংস্থা ডেলিয়েটকে (Delliote) পুনর্গঠনের জন্য পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে এই ভয়াবহ পদক্ষেপটি পুনর্গঠনের জন্য নয়, রেলকে ব্যক্তিমালকানার দিকে ঠেলার জন্য। আসুন আমরা সবাই মিলে একজোট হয়ে এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করি।

ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (সংক্ষেপে BSNL) কানেক্টিং ইন্ডিয়া— ভারতকে জুড়ে দেয়

বিএসএনএল হলো ভারতের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম যোগাযোগ পরিষেবা সরবরাহকারী বা কমিউনিকেশন সার্ভিস প্রোভাইডার (সিএসপি)। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ভারত সরকারের এই রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিযোগাযোগ কোম্পানিটির গ্রাহক বেস রয়েছে প্রায় ১২ কোটি এবং এটির নাগাল দেশের প্রত্যন্ত কোণে পৌঁছেছে। এটি সাবেক টেলিকম অপারেশন বিভাগ এবং টেলিকম সার্ভিসেস বিভাগকে একত্রিত করে ২০০০ সালের ১ অক্টোবর কর্পোরেশন হিসাবে গঠিত হয়েছিল। বিএসএনএল হলো ১০০ শতাংশ ভারত সরকারের মালিকানাধীন পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং।

বিএসএনএল'র কাজকর্মকে দাবিয়ে রাখার জন্য এই সরকার অনেক ক্ষতিকর পদক্ষেপ নিয়েছে।

১। প্রথমত, বিতর্কিত জিএসএম টেন্ডারগুলি বিএসএনএল-কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (সময়মতো সরবরাহ করা হয়নি)।

২। সরকার বহু বছর ধরে আত্মসমর্পণ করা স্পেকট্রামের মূল্য হিসাবে ৬৭০০ কোটি টাকা ফেরত দেয়নি (এখন তা দেওয়া হয়েছে)।

৩। চালু লাইসেন্সের আওতায় জিএসএম প্রযুক্তি ছাড়াও সিডিএমএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ-মোবাইল পরিষেবা সরবরাহের অনুমতি অস্বীকার এবং বিলম্বিত হয়েছিল।

৪। ভারত ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের প্রাথমিক তহবিল গঠনের জন্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে বিলম্ব হয়েছিল।

৫। ২০০০ সালে বিএসএনএল প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্মী নিয়োগ বন্ধ ছিল।

এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে, কোম্পানির 'সেল ওয়ান' নেটওয়ার্ক (জিএসএম/জিপিআরএস) ২০০২'র শেষদিকে চালু হয়েছিল এবং ছয় মাসের মধ্যে এটি ২৪ লক্ষ গ্রাহককে আকৃষ্ট করেছিল যা ২০১৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৮ কোটি। বিএসএনএল'র লক্ষণীয় সাফল্যের কয়েকটি হলো :

- এটি স্থির টেলিফোনের (ল্যান্ডলাইন) বৃহত্তম সরবরাহকারী।
- এটি দেশের বৃহত্তম ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদানকারী যার দখলে বাজারের ৬০ শতাংশর বেশি।
- এটি ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম মোবাইল টেলিফোন পরিষেবা সরবরাহকারী।
- ৩১.১২.২০১৬ তারিখের হিসাবে বিএসএনএল-এ কর্মরতদের সংখ্যা প্রায় ২.২৫ লক্ষ।
- ২০০৬ অবধি বিএসএনএল বিপুল অঙ্কে অর্থাৎ বার্ষিক ৪০,০০০ কোটি টাকা রাজস্বসহ প্রতি বছর ৮,০০০-১০,০০০ কোটি টাকা লাভ করেছে।
- বেসরকারি অপারেটরদের হাতে প্রথম মোবাইল ট্যারিফ ছিল প্রতি মিনিটে ১৬ টাকা।
- বিএসএনএল বাজারে ঢোকার আগে পর্যন্ত বেসরকারি অপরারেটররা ইনকামিং ও আউটগোয়িং উভয় কলের জন্যই চার্জ আদায় করত। বিএসএনএল এসে এই কাণ্ড বন্ধ করেছিল। লাফিয়ে নেমে এসেছিল রেট।

অপ্টিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কেবল, সুইচ ইত্যাদির ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বিএসএনএল দেশে একটি আধুনিক টেলিকম পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ করেছে তাই বেসরকারি খিলাড়িদের এই সংস্থা অংশীদারিত্ব অর্জনের চেষ্টার অন্যতম প্রধান কারণ। বিএসএনএল-কে দেশের সুরক্ষার জন্য এবং গ্রামীণ ভারতের যেখানে বেসরকারি খাত পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরক্ত করবে না সে জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

এখন বিএসএনএল'র টেলিফোন টাওয়ারগুলি আলাদা করে ভিন্ন একটি সংস্থা তৈরি করা হয়েছে যাতে এটি ব্যক্তিগত মালিকানা (রিলায়েন্স?)-কে বিক্রি করা যায়!

যে সংস্থার কোটি কোটি টাকা নগদ উদ্বৃত্ত রয়েছে তাকে সঙ্কটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। বেতন সময়মতো দেওয়া হচ্ছে না। এমটিএনএল'র (মহানগর টেলিফোন নিগম লিমিটেড) ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্র

ভারতীয় উপমহাদেশের আলোকদাতা

১৯৪৭ সালে, ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১,৩৬২ মেগাওয়াট, এর সবটাই ছিল বেসরকারি ক্ষেত্রে। এটা আজকে এ দেশের যেকোনও রাজ্যের বর্তমান সক্ষমতার ১/১০ ভাগও নয়। পরবর্তীকালে, সরকার জল বিদ্যুৎ, তাপ বিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক বিদ্যুতের জন্য পৃথক সংস্থা বানিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলিও কার্যকর হয়।

এনটিপিসি লিমিটেড, এনএইচপিসি লিমিটেড, এনপিসিআইএল, এনএলসি, ডিভিসি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কর্পোরেশন। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকারের স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি রয়েছে। ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (বিএইচইএল, ভেল) বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম বিদ্যুৎ সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক, ১৯৭১-৭২ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে লাভ করে আসছে এবং ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে লভ্যাংশ প্রদান করে যাচ্ছে।

- এনটিপিসি ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা।
- এনএইচপিসি লিমিটেডের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৬৭১৭ মেগাওয়াট।
- এনপিসিআইএল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।
- পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া সারা দেশে ট্রান্সমিশন লাইনের বিশাল এবং বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে।

২১.০৮.২০১৯-র হিসেব অনুসারে এক নজরে ভারতে আজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থিতি এরকম :

সেক্টর	**মেগাওয়াট**	**শতাংশ**
রাজ্য সেক্টর	১,০২,৮১৮	২৮.৫
কেন্দ্রীয় সেক্টর	৯০,১৭৭	২৫.০
বেসরকারি ক্ষেত্র	১,৬৭,৪৬২	৪৬.৫
মোট	**৩,৬০,৪৬৫**	

বেসরকারি ক্ষেত্রের বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থাগুলি প্রচলিত রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে অনেক বেশি চড়া হারে বিদ্যুৎ বেচে। একটি উদাহরণ হলো যেখানে এনএলসি টিএনইবি (তামিলনাড়ু বিদ্যুৎ বোর্ড)-কে ২.৩০ টাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, সেখানে আদানি গোষ্ঠী ৭.০১ টাকায় সরবরাহ করে। বেসরকারি সংস্থাগুলির উৎপাদিত বিদ্যুৎ করদাতাদের খরচে বিতরণের জন্য অতিরিক্ত দামে বিক্রি হয়। সরকারি ক্ষেত্রের বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থাগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনীয় মেশিন এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহ না করে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে এবং কয়েকটি রাজ্যে বেসরকারি সংস্থাগুলিতে উচ্চরত মূল্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎকে পাবলিক সেক্টর সংস্থাগুলি থেকে বেশি পছন্দসই বলে মনে করা হচ্ছে।

- ভূষণ পাওয়ার, এসার পাওয়ার ইত্যাদি প্রাইভেট সংস্থাগুলি ব্যাঙ্কগুলির বৃহত্তম এনপিএ অর্থাৎ ঋণ খেলাপি।

আজকের বিশ্বে এনার্জি বা শক্তি হলো একটি প্রাথমিক প্রয়োজন এবং সেটিকে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থাকে কুক্ষিগত করতে দেওয়া যায় না।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহ

দেশের ব্যাঙ্কার

১৯৬৯ সালটি ভারতের ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে একটি জলবিভাজিকা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এক সাহসী পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। তার আগে পর্যন্ত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা কেবল অল্পকিছু ধনী লোকের কাছে ব্যবহারযোগ্য ছিল। ১৯৬৯ সালে জাতীয়করণের পরে এবং ১৯৮০ সালে জাতীয়করণের দ্বিতীয় দফার পরে দৃশ্যপট নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়।

দরিদ্র কৃষক, ছোট ব্যবসায়ী, দৈনিক মজুরি উপার্জনকারী এবং প্রান্তিক সমাজের সমস্ত অংশই কেবলমাত্র জাতীয়করণের পর থেকেই ব্যাঙ্কগুলির ঋণের সুবিধা ব্যবহার করতে পেরেছে। সরকারের বিভিন্ন নতুন প্রকল্প যেমন পিএমআরওয়াই, আইআরডিপি ইত্যাদি কেবলমাত্র জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমেই দরিদ্রদের কাছে পৌঁছেছে। পুরানো বেসরকারি ব্যাঙ্ক এবং নতুন যুগের বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি সরকারি উদ্যোগ বা কর্মসূচিতে অংশ নেয় না বা প্রয়োগ করে না। এরা বিশুদ্ধরূপে মুনাফা চালিত কর্পোরেট উদ্যোগ।

জাতীয়করণের পরে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে আমরা একটি তুলনামূলক সারণি উপস্থিত করছি :

শাখার নেটওয়ার্ক

বছর	এসবিআই সহযোগী শাখা	অন্যান্য তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক শাখা (পিএসবি, প্রাইভেট, বিদেশি)	আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি	তফসিল বহির্ভূত ব্যাঙ্ক (স্থানীয় আঞ্চলিক ব্যাঙ্কগুলি, সেভিং ফান্ড, পেমেন্ট ইত্যাদি	মোট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক শাখা
১৯৫১	৬৪৩	২০০৪	-	১৫০৪	৪১৫১
১৯৬৮	৩৩৭৯	৫১০৪	-	২০৭	৮৬৯০
মার্চ - ২০১৭	২৫৫৯৩	৯৮৬৩৯	২১৭১৩	৪৮৩	১৪৬৪২৮
মার্চ - ২০১৮	২৩৮৩২	১০০৭৮৩	২২০৮৫	১৯৪৯	১৪৮৬৪৯
মার্চ - ২০১৯	২৩৪২৬	১০২৩৫৭	২২২৩৩	৪২৫৯	১৫২২৭৫

অন্যান্য তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির খতিয়ান

বছর	এসবিআই এবং সহযোগী শাখাগুলি	পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক শাখা (এসবিআই ব্যতীত)	প্রাইভেট, সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির শাখা	বিদেশি ব্যাঙ্ক শাখা	মোট তফসিলভূক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক
মার্চ, ২০১৭	২৫৫৯৩	৬৮৪৩২	২৯৯০৬	৩০১	১২৪২৩২
মার্চ, ২০১৮	২৩৮৩২	৬৮৯৯৮	৩১৪৮৫	৩০০	১২৪৬১৫
মার্চ, ২০১৯	২৩৪২৬	৬৮৯১৬	৩৩১২৫	৩১৬	১২৫৭৮৩

ব্যবসায়ের বিস্তার : (১৯৬৯-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	শ্রেণি	শাখা	মোট আমানত	মোট ক্রেডিট	অপারেটিং মুনাফা	নিট মুনাফা
১৯৬৯	সব	৮২৬২	৩৮৯৭	৩০৩৫	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
মার্চ, ২০১৭	রাষ্ট্রায়ত্ত	৯৪০২৫	৭৮১০৪৬৪	৫৩৬৬৩৯৯	১৫৪২৭৫	-৬৬৫৯
মার্চ, ২০১৭	প্রাইভেট	২৯৯০৬	২৮২৩২৬৭	২৪১০৩০১	১০৬৪৩৭	৩৭০৮৯

মার্চ, ২০১৮	রাষ্ট্রায়ত্ত	৯২৮৩০	৮০১৪৩৮৯	৫৫২৫৬০৯	১৪৭৭৮৭	-৭৭১৩১
মার্চ, ২০১৮	প্রাইভেট	৩১৪৮৫	৩২৬১৬২০	২৮৩৪৫৬৯	১১৯২৭৩	৩৩৫৪৫
মার্চ, ২০১৯	রাষ্ট্রায়ত্ত	৯২৩৪২	৮৪৮৬২১৩	৫৯২৬২৮৬	১৪৯৮০৭	-৬৬৬০৬
মার্চ, ২০১৯	প্রাইভেট	৩৩১২৫	৩৭৭০০১৩	৩৩২৭৪৫৭	১২৯২১২	২৭৬২১

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গত তিন বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখাগুলির ধারাবাহিকভাবে হ্রাস এবং বেসরকারি খাতের শাখাগুলির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে।

সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে তার শেয়ার হোল্ডিং কমিয়ে ৫২ শতাংশ করার অনুমোদন দিয়েছে। ব্যাঙ্কস বোর্ড ব্যুরো গঠন এবং পরবর্তীকালে একটি হোল্ডিং সংস্থা গঠনের জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে সরকারি বিনিয়োগের বিলিব্যবস্থা করবে। এগুলিই বেসরকারিকরণের দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

পি জে নায়েক কমিটির অংশীদারিত্বকে হ্রাস করে ৪০ শতাংশ করার সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেছে। অতীতে সরকারগুলি আইসিআইসিআই-কে বেসরকারিকরণ করে বেসরকারি ব্যাঙ্ক করেছিল, যদিও আইসিআইসিআই শিল্প নির্মাণে উৎসাহ দেবার জন্যে শুরু হয়েছিল। ইউটিআইকে ইউটিআই ব্যাঙ্কে এবং তারপরে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক হিসাবে রূপান্তরিত করে বেসরকারিকরণ করা হয়েছিল। এইচডিএফসি, যা আবাসন ক্ষেত্রকে উন্নীত করার জন্য চালু করা হয়েছিল তা বেসরকারি সেক্টরে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে। এখন সরকার ঘোষণা করেছে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের সরকারি অংশীদারিত্ব হ্রাস করে ৪৫ শতাংশে নামিয়ে আনবে।

মেক ইন ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত, ডিজিটাল ইন্ডিয়া পেনশন যোজনা এবং স্টার্ট আপগুলিকে সফল করতে হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলিকে এদের তহবিল সরবরাহ করতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্র কখনই এই প্রকল্পগুলিকে তহবিল দেয় না কারণ এগুলি তাৎক্ষণিক মুনাফা অর্জন করবে না এবং ব্যর্থও হতে পারে। কৃষকদের যদি কৃষি ঋণ পেতে হয়, যদি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে পর্যাপ্ত ঋণ পেতে হয়, আমাদের সন্তানদের যদি শিক্ষা ঋণ নিতে হয় এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ পেতে হয়, তবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি তা সরবরাহ করতে পারে। সুতরাং আসুন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলিকে সমর্থন করি। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলি বাঁচান এবং তাদের সুরক্ষার জন্যে এগিয়ে আসুন। উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবি করুন।

ভারতের জীবন বিমা কর্পোরেশন
জীবন উদ্ধারকারী

এলআইসি হলো অন্যতম প্রাচীন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ যা পরিষেবা এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে আমাদের দেশের উন্নয়নে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। আইআরডিএ নির্দেশিকাগুলি সমতল মাঠের নামে ও সুষ্ঠু খেলার নামে সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন

পরিকল্পনাগুলিকে বাতিল করা ও এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও এলআইসি বাজারে অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিযোগীকে সাফল্যের সাথে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়।

নিচের তথ্যগুলি থেকে দেখা যাবে এলআইসি ভারতের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এলআইসি'র ক্রোশফলকগুলি : পরিসংখ্যান (৩১.০৩.২০১৭ নিরিখে) যা থেকে সংস্থার শক্তি বোঝা যায় :

সরকারের বিনিয়োগ : কেবলমাত্র ৫ কোটি টাকা
বিমার মোট সংখ্যা : ২৮.৯১ কোটি
মোট বিমাকৃত অর্থের পরিমাণ : ৫১৪০৮০৬ কোটি টাকা
কর্মচারীদের মোট সংখ্যা : ১১৫৩৯৪
মোট এজেন্টের সংখ্যা : ১১৩১১৮১
ম্যাচুরিটি জনিত দাবি পূরণ : ৯৮.৩৪ শতাংশ
মৃত্যুর জনিত দাবি পূরণের স্থিতি : ৯৯.৬৩ শতাংশ

দেশের অগ্রগতিতে অবদান :
সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ (কোটি টাকার অঙ্কে)

হাউজিং সেক্টর : ৬৪১৪.৩৪
বিদ্যুৎ উৎপাদন : ২৯৮.৫৫
সেচ/জল সরবরাহ/পয়ঃপ্রণালী : ৩৪
সড়ক, বন্দর, ব্রিজ এবং রেল : ১৩৮৫৮.৬৮
টেলিযোগাযোগ : ৩৮১.৭৯

তথ্য তালিকা : এলআইসি এবং অন্যান্য প্রাইভেট ইনসিওরেন্স কোম্পানির তুলনামূলক বিচার

	এলআইসি	অন্যান্য প্রাইভেট ইনসিওরেন্স কোম্পানি
মৃত্যুজনিত দাবি নির্ধারণের শতকরা হার	৯৯.৬৩	৮৮.৩১
দাবি প্রত্যাখ্যানের শতাংশ	১.১০	৮.০৩
বাজারের ভাগ	৭৬.০৯	২৩.৯১
অভিযোগ	৮৫২৮৪	২৮৯৩৩৬

- বেসরকারি ক্ষেত্রের বিমা সংস্থাগুলির প্রবেশ সত্ত্বেও, ২০০১ সালে দেশে যে বিমা অনুপ্রবেশ (Insurance penetration) ২.৭১ শতাংশ ছিল তা ২০১৩ সালে মাত্র ৩.৯ শতাংশতে উন্নীত হয়েছে। আইআরডিএ'র লেভেল প্লে

ফিল্ডের নামে দিকনির্দেশনাগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছে; সুষ্ঠু খেলার নামে এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে; তা সত্ত্বেও এলআইসি সফলভাবে বাজারের অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানার খেলোয়াড়কে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যালস

ওষুধ শিল্প

লক্ষ মানুষের নিরাময়— সকলের শুশ্রূষা

ভারত বিশ্বজুড়ে জেনেরিক ওষুধের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী। ভারতীয় ওষুধ শিল্প বিভিন্ন ভ্যাকসিনের বিশ্বব্যাপী চাহিদার ৫০ শতাংশের বেশি সরবরাহ করে, যুক্তরাষ্ট্রে জেনেরিক চাহিদার ৪০ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যের সমস্ত ওষুধের ২৫ শতাংশ সরবরাহ করে।

ভারত বিশ্বের ওষুধ জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ভোগ করে। আমাদের দেশে বিজ্ঞানীদের এবং ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সুবৃহৎ সমারোহ রয়েছে যা এই শিল্পকে আরও উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এইডস প্রতিরোধে ব্যবহৃত অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধের ৮০ ভাগের বেশি ভারতীয় ওষুধ ফার্মগুলি সরবরাহ করে।

ভারতের পাবলিক সেক্টরের অধীনে ৫টি ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থা রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে সহায়তা করা। এর লক্ষ্য ভারতের সাধারণ মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করা। এগুলি প্রতিষ্ঠার আরেকটি কারণ হলো এই ওষুধ শিল্পে বেসরকারি ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় নির্মাতারা যারা অত্যধিক হারে দাম নেয় তাদের সম্ভাব্য একচেটিয়া প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

আইডিপিএল, এইচএএল ইত্যাদির মতো ওষুধ উৎপাদনে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং (পিএসইউ)'র উত্থানের কারণে, ভারত ফার্মাসিউটিক্যালসে সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতা অর্জন করে। ফলস্বরূপ, বহু সংখ্যক ভারতীয় সংস্থা বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির (এমএনসি) আধিপত্যকে প্রতিস্থাপন করে এমনকী পশ্চিমে ওষুধ পরে রপ্তানি শুরু করেছিল। ভারত আজ ক্যানসার, এইচআইভি ইত্যাদির চিকিৎসা-সহ স্বল্প মূল্যের অথচ গুণসম্পন্ন ওষুধের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক ও চতুর্থ বৃহত্তম রপ্তানিকারক।

- ইন্ডিয়ান ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (আইডিপিএল) উচ্চমানের ওষুধ উৎপাদন ও যুক্তিসঙ্গত হারে বিক্রয় এবং সরকারকে সরবরাহের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

- এটি ইএসআই, প্রতিরক্ষা, রেলপথ এবং অন্যান্য পিএসইউ এবং অন্যান্য রাজ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওষুধের বড় সরবরাহকারীও বটে।
- হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিকস লিমিটেড ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের একমাত্র গবেষণাগার হওয়ার বিরল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার নিজস্ব আবিষ্কার প্রকাশিত হয়েছে।
- এটির কৃতিত্ব, ত্বকের সংক্রমণের জন্য হ্যামসিন (hamycin) এবং উদ্ভিদ ছত্রাক নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যারোফাঙ্গিন।
- এইচএএল'র পাইকারি উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে একটি কারখানা আছে যেখানে বেনজাথিন পেনিসিলিন, প্রোকেন পেনিসিলিন এবং / ও সোডিয়াম পেনিসিলিন ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

ভারতীয় সংস্থাগুলি গ্রামীণ অঞ্চলে পৌঁছে যাবার ক্ষমতা এবং সস্তা দামের কারণে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলিকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এটি কেবল ভারতে ঘটেছে এবং বিশ্বের অন্য কোথাও এমনটা করা যায়নি। ভারত সরকার ফার্মাসিউটিক্যালসে শতকরা ১০০ ভাগ এফডিআই অনুমোদন করেছে এবং ২০০১-২০১১-এর মধ্যে ৫০,০০০ কোটির বিনিয়োগ এসেছে, তবে মূলত ভারতীয় কোম্পানিগুলির অধিগ্রহণের জন্য। মার্কিন-ইউরোপীয় ইউনিয়নের ড্রাগ বহুজাতিকগুলি ভারতীয় সংস্থাগুলিকে তাদের দেশে স্বল্পমূল্যের ভারতে তৈরি ওষুধ বিক্রি করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে এবং মরিয়া হয়ে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে ওষুধের বাজারগুলি সন্ধান করছে।

ভারতে জনস্বাস্থ্য একটি ক্ষেত্র যেখানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাব এতটাই প্রকট যে যার মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের যত্ন নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান নেই; এমনকী সাধারণ স্বাস্থ্যসেবার জন্যও বহু মানুষ ওষুধ জোগাড় করতে অপারগ। সরকারি বা পাবলিক সেক্টর ওষুধ সংস্থাগুলি ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পাঁচিল তুলে রাখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ওষুধ শিল্পগুলিকে রক্ষা করা এবং ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষার জন্য সেগুলি সম্প্রসারণ করা দরকার।

বহু দেশে নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে। কিন্তু ভারতে তা নয়। এ দেশের মানুষকে প্রাইভেট হাসপাতালগুলোর ওপর বেশি নির্ভরশীল হতে হয়। কারণ সরকার সরকারি / রাষ্ট্রায়ত্ত হাসপাতালের উন্নতি ও সম্প্রসারণে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করে না।

- সেই প্রতিষ্ঠানটিরই নাম এয়ার ইন্ডিয়া যেটি ইরাক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে উপসাগর থেকে আকাশপথে দেশে ফিরিয়ে এনেছিল।

- সেই প্রতিষ্ঠানটিরই নাম বিএসএনএল যেটি দেশে মোবাইল ইনকামিং কল বিনামূল্যে এবং বহির্গামী কল সস্তা করে তোলে। সেই বিএসএনএল যা অন্য কোনও সংস্থার আগে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে সংযোগ পুনরুদ্ধার করে।
- সেই প্রতিষ্ঠানটিরই নাম হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড (এইচএল, হ্যাল) যা ভারতীয় বিমানবাহিনীকে বিমান সরবরাহ করে এসেছে। তবে রাফেল চুক্তি নিয়ে হ্যাল এখন চাপে রয়েছে। চুক্তির শেষ মুহূর্তে হ্যালকে অস্বীকার করা হয়েছিল এবং অনিল আম্বানিকে বরাত দেওয়া হয়েছিল যিনি একটি কাগজের প্লেনও কখনো বানাননি। তাঁর সমস্ত সংস্থা ভেঙে পড়ছে তবুও সরকার তাঁর পক্ষে।
- সেই প্রতিষ্ঠানগুলিরই নাম স্টেট ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বা আইআরডিপি, পিএমআরওয়াই, এসইইভিওয়াই, এসইইপিইউপি, শিক্ষা ঋণ প্রকল্প, জনধন, অটল পেনশন যোজনা এবং অন্যান্য সরকারি স্পনসরড স্কিমগুলি বাস্তবায়ন করে। যদি এদের বেসরকারি করা হয় তবে তা হবে সাধারণ মানুষের জন্য মৃত্যুঘণ্টা হাতের মুঠোয় এবং কয়েকটি কর্পোরেট হাঙরের পৌষমাস।
- এ কথা ধ্রুব সত্য নয় যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলি অদক্ষ। অদক্ষ ও অক্ষম সরকারি পরিচালন ব্যবস্থা ও সদিচ্ছাই। সরকারি উদাসীনতা সত্ত্বেও ১৮৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলি ২০১৭-১৮ সালে লাভ করেছে ১.৫৯ বিলিয়ন।
- এইচএমটি যখন ভালো লাভ করছিল সেই সময় তাকে সরকারই মেরে ফেলে। যখন টাটারা নতুন ঘড়ি নিয়ে বাজারে প্রবেশ করল তখন গবেষণার জন্য এইচএমটি-কে সহায়তাদান বন্ধ করে সরকার তাকে খতম করে।
- ১৯৯৯-২০০৪ সালে যখন এনডিএ সরকার বিলগ্নিকরণের জন্যই একটি পৃথক মন্ত্রক চালু করে সেই সময়টাই বিলগ্নিকরণের স্বর্ণযুগ হিসাবে পরিচিত। সেই সময়েই ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড, হিন্দুস্তান জিংক লিমিটেড, এইচটিএল লিমিটেড, ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যাল কর্পোরেশন লিমিটেড, মডার্ন ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, প্রদীপ ফসফেটস লিমিটেড, বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড, মারুতি উদ্যোগ লিমিটেড, হোটেল কর্পোরেশন লিমিটেডের ২টি হোটেল, ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ১৭টি হোটেল বেসরকারিকরণ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট এইচপিসিএল এবং বিপিসিএল'র বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করে।

এখন এনডিএ সরকারের দ্বিতীয় অবতার সবকিছুই বেসরকারি করতে চায়, কৃষকদের বীজ বিক্রি করতে বাধ্য করা বা মঙ্গলসূত্র বিক্রি করতে কোনও ভদ্রমহিলাকে বাধ্য করার মতোই সব তারা জ্বালাঞ্জলি দেবে প্রাইভেটের সেবায়।

দেশের সম্পদ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সব তুলে দিতে চায় দেশ এবং বিদেশের বৃহদাকার কর্পোরেটদের হাতে। এদের মদতেই এনডিএ ক্ষমতায়।

কয়েকটি সাম্প্রতিক সংবাদ প্রতিবেদনের দিকে তাকান :

- রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বিমান জ্বালানি বিক্রির জন্য ভারত পেট্রোলিয়ামের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করছে।
- এনটিপিসি বেসরকারিকরণ হতে চলেছে।
- সরকারের বিলগ্নিকরণের তাড়ায় তালিকায় ফিরে এল এলআইসি'র নাম।
- ৪০০০০ ঘর নির্মাণের ভার এনবিসিসি'র কাছে হস্তান্তর করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিশাল অবদানের স্বীকৃতি।
- শীঘ্রই আসছে। দ্য গ্রেট সরকারি সেল— পাওয়ার গ্রিড, গেইল, বিএসএনএল এবং এমটিএনএল, সাথে জমিও পাওয়া যাবে।
- সরকার সম্পূর্ণভাবে এয়ার ইন্ডিয়া থেকে হাত গুটিয়ে নেবার পরিকল্পনা করছে।
- কৃষ্ণপট্টম বন্দরের ৭০ শতাংশ শেয়ার কিনতে প্রস্তুত হয়ে আছে আদানি।
- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সেবায় এলআইসি'র ১৭০০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- ভারতীয় নৌসেনার ৪৫০০০ কোটি টাকার সাবমেরিন প্রকল্পের শেষ মুহূর্তের পরীক্ষার জন্যে আদানি গ্রুপের প্রস্তুতি।
- পাবলিক সেক্টর ইউনিটগুলিতে শেয়ারের হোল্ডিং ৫০%-এর নিচে হ্রাস করার পরিকল্পনা নিচ্ছে সরকার।

গোটা দেশটাই কর্পোরেট, ভারতীয় ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি হওয়ার মুখে। এর সাথে সংরক্ষণ নীতিও খতম হবে।

আসুন, আমরা আন্দোলনে নেমে পড়ি, বিরোধিতায় শামিল হই— এবং রুখে দাঁড়াই।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাঁচাও • ভারত বাঁচাও